

৩. জামিনদারের অঙ্গীকারনামা

আমি পিতাঃ
গ্রামঃ পোস্টঃ থানাঃ জেলাঃ
এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করিতেছি যে, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত খণ্ড গ্রহীতা জনাব
পদবীঃ বিভাগ/দপ্তরঃ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা আমার
স্বামী/স্ত্রী/সহকর্মী/.....। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে,

১. আমি জনাব
পিতা মাতা পদবী
বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক জনতা ব্যাংক লিঃ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে কার্পোরেট

গ্যারান্টির আওতায় দীর্ঘ মেয়াদী হোলসেল সাধারণ জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ মেরামত বাবদ গ্রহীত
খণ্ডের কিষ্টি প্রদানে ব্যর্থ হইলে উক্ত খণ্ডের সমুদয় অর্থ (সুদসহ) খণ্ডের নীতিমালা মোতাবেক বিরতিহীন ভাবে বা
এককালীন পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবো ।

২. খণ্ড অবশিষ্ট (টাকা) থাকা অবস্থায় খণ্ড গ্রহনকারী চাকুরীচ্যুত হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে বা অবসর গ্রহণ করিলে খণ্ডের
অবশিষ্ট টাকা সুদ-আসলে তাহার আনুতোষিক, গোষ্ঠীবীমা, কল্যাণ তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রাপ্ত টাকা হইতে
ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে পুনঃনির্ধারণ করে এককালীন পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব ।

৩. সুদ আসল সহ ঋণের সমুদয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আদায় করা সম্ভব না হইলে আমার প্রাপ্য আনুতোষিক, গোষ্ঠী বীমা, কল্যাণ তহবিল বা অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তন করিতে পারিবে।
৪. আমার প্রাপ্য আনুতোষিক, গোষ্ঠী বীমা, কল্যাণ তহবিল বা অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ হইতে ঋণ গ্রহণকারীর অপরিশোধিত ঋণ (সুদ-আসলসহ) পরিশোধ না হইলে আমি আমার নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকিব। এক্ষেত্রে আমার ওয়ারিশগণ কর্তৃক কোন বাধ্য গ্রাহ্য হইবে না এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।
৫. জনাব..... এর অবর্তমানে ঋণ অবশিষ্ট থাকায় অবস্থায় আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহা হইলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে পুনঃনির্ধারিত হারে সুদ-আসলে আমার ওয়ারিশগণ দিতে বাধ্য থাকিবে এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৬. আমি পূর্বে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য কোন খণ্ড গ্রহীতার জামিনদার হই নাই।

এতদ্বারা আমি সোচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে নিম্ন স্বাক্ষীগণের সম্মুখে এই অঙ্গীকারনামা অদ্য.....শ্রীঃ তারিখে
স্বাক্ষর করিলাম।

জামিনদার এর নাম ও স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানাঃ

১.

২.